সাম্যবাদী

সা ম্য বা দী

নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

KOBI PROKASHANI

সাম্যবাদী
কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Samyabadi by Kazi Nazrul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: October 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99198-1-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূ চি প ত্র

সাম্যবাদী	৭
ঈশ্বর	৮
মানুষ	৯
পাপ	১২
চোর-ডাকাত	১৪
বারাঙ্গনা	১৫
মিথ্যাবাদী	১৭
নারী	১৮
রাজা-প্রজা	২১
সাম্য	২৩
কুলি-মজুর	২৪
নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি	২৭
নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি	৩৬
পরিশিষ্ট	
নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তা	৪১

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৯৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

সাম্যবাদী

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?—পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা? ব'লে যাও, বল আরো!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও যত সখ,—
কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফুটে তাজা ফুল।
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে' দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃত পুথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে ব'সে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়!
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি'।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই!

ঈশ্বর

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জু'ড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি-দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধ'রে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খোঁজো—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে প'ড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠোনা, শাস্ত্রবিদেরে ক'রোনাক বীর, ভয়,—
তাহারা খোদার খোদ্ "প্রাইভেট সেক্রেটারী" ত নয়!
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অ-দেখা জন্মদাতারে চিনি!
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে—
রত্নাকরের খবর তা ব'লে পুছোনা ওদের ভু'লে।
উহারা রত্ন বেনে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে!
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা সত্য সিন্ধু জলে।

মানুষ

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি!
'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধায় ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে, পূজার সময় হ'ল।'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়!—
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ—
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিক' সাত দিন!'
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারী ফুকারী কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!'
মস্‌জিদে কাল শিরনী আছিল,—অঢেল গোস্ত রুটি,
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি।
এমন সময় এলো মুসাফির, গায়ে আজারির চিন্
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা—'ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ, মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস্ বেটা?'
ভুখারী কহিল, 'না, বাবা।' মোল্লা হাঁকিল 'তা হলে শালা,
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত্-রুটি নিয়া মস্‌জিদে দিল তালা!
ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে—
'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা' ব'লে বন্ধ করনি প্রভু!
তব মস্‌জিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি!
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!'
কোথা চেঙ্গিস্, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া-দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা,
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!

হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!

মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরান, বেদ, বাইবেল, চুম্বিছে মরি মরি!
ও' মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে,
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল!—মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ;—গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!

আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর,—বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরি এঁরা পিতা-পিতামহ এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরি রক্ত কম-বেশী ক'রে প্রতি ধমনীতে রাজে!
আমরা তাঁদেরি সন্তান, জ্ঞাতি তাঁদেরি মতন দেহ,
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ!
হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি, কে জানে, কে আছে আমাতে মহামহিম!
হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদী ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়ত উহারি বুকে ভগবান জাগিছেন দিবা-রাতি!
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান্ উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!
হয়ত উহারি ঔরসে ভাই উহারই কুটির-বাসে
জন্মিছে কেহ—জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে!
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখেনি,—হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে!

ও কে? চণ্ডাল? চম্‌কাও কেন? নহে ও ঘৃণ্যজীব!
ওই হ'তে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল, কাল হ'তে পারে মহাযোগী-সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী-পাঠ!

রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও হেলা কাহারে বাজে
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
চাষা ব'লে করো ঘৃণা!
দে'খো চাষারূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কিনা।
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল
তারাই আনিল অমর বাণী—যা আছে, রবে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিণী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে?
সে মার রহিল জমা—
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা!
বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ, দু'চোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হ'য়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোন খানে!
তোমারি কামনা-রাণী,
যুগে যুগে পশু, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি।

পাপ

সাম্যের গান গাই!—
যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই!
এ পাপ-মুলুকে পাপ করে নি ক' কে আছে পুরুষ-নারী?
আমরা ত ছার; পাপ পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী!
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল,
দেবতার পাপ-পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর দল!
আদম হইতে শুরু ক'রে এই নজ্‌রুল তক্ সবে
কম বেশী ক'রে পাপের ছুরিতে পুণ্যে করেছে জবেহ!
বিশ্ব পাপস্থান—
অর্ধেক এর ভগবান্, আর অর্ধেক শয়তান!
ধর্মান্ধরা শোনো,
অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো!
পাপের পঙ্কে পুণ্য-পদ্ম, ফুলে ফুলে হেথা পাপ!
সুন্দর এই ধরা-ভরা শুধু বঞ্চনা অভিশাপ।
এদের এড়াতে না পারিয়া যত অবতার আদি কেহ
পুণ্যে দিলেন আত্মা ও প্রাণ, পাপেরে দিলেন দেহ!
বন্ধু, কহিনি মিছে,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হ'তে ধ'রে ক্রমে নেমে এস নিচে—
মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত ধ্যানী মুনী ঋষি যোগী—
আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী!
এ-দুনিয়া পাপশালা,
ধর্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা।
হেথা সবে-সম-পাপী,
আপন পাপের বাট্‌খারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি!
জবাবদিহির কেন এত ঘটা যদি দেবতাই হও,
টুপি প'রে টিকি রেখে সদা বল যেন তুমি পাপী নও!
পাপী নও যদি কেন এ ভড়ং ট্রেড্‌মার্কার ধূম?
পুলিশি পোশাক পরিয়া হয়েছ পাপের আসামী গুম্।

বন্ধু, একটা মজার গল্প শোনো,
একদা অপাপ ফেরেশ্‌তা সব স্বর্গ-সভায় কোনো
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়মে দুষি'—

দিন রাত নাই এত পূজা করি, এত করে তাঁরে তুষি'
তবু তিনি যেন খুশী নন্—তাঁর যত স্নেহ দয়া ঝরে
পাপ-আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ জাতিরই' পরে!
শুনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে ক'ন,—
'মলিন ধুলার সন্তান ওরা, বড় দুর্বল মন,
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা—নয়নে, অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দ্রহার,
চরণে লাক্ষা ঠোঁটে তাম্বুল, দে'খে ম'রে আছে মার!
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ!'
দেবদূত সব বলে, 'প্রভু মোরা দেখিব কেমন ধরা,
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু জরা!'
কহিলেন বিভু—'তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন
যাক্ পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণীর প্রলোভন!'
'হারুত' 'মারুত' ফেরশ্তাদের গৌরব রবি-শশী
ধরার ধুলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি' ।—
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল দীঘিতে সাতশ' হয়েছে এক আকাশের চাঁদ!
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ ফাঁসী,
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী!
দুদিনে আতশী ফেরশ্তা প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরী ঝলকি' গাগরী ছলকি' নাগরী 'জোহরা' যায়—
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে, বিকাইল রাঙা পায়!
অধর আনার রসে ডুবে গেল দোজখের মার ভীতি
মাটির সোরাহী মস্তানা হ'ল আঙ্গুরি খুনে তিতি'!
কোথা ভেসে গেল সংযম বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভ'রে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ পুষ্প পুটে!
বেহেশ্‌তে সব ফেরশ্তাদের বিধাতা কহেন হাসি—
'হারুতে মারুতে কি ক'রেছে দেখ ধরণী সর্বনাশী!'
নয়না এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি-ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়!

সুন্দর বসুমতী

চির যৌবনা দেবতা ইহার শিব নয়—কাম রতি!

চোর-ডাকাত

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে!
চোর-ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্ম্মরাজ?
জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ?
বিচারক! তব ধর্ম্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি ক'রে আজ বড়রা হয়েছে বড়!
যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছ খল কলওলা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষে হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল!
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কলওয়ালা
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পুরিছে স্বর্ণ-জালা!
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ ক'রে জমিদার চড়ে জুড়ি!
পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নিচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকি, গাহে যক্ষের জয়!
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু
পালাবার পথ নাই,
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে-চোরে এরা মাসতুতো ভাই, ঠগে ও ঠগে স্যাঙাৎ।
কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি!
চুরি করিয়াছ টাকা ঘটি বাটি, হৃদয়ে হানোনি ছুরি!
ইহাদের মত অমানুষ নহ, হ'তে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর!

বারাঙ্গনা

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে!
নাই হ'লে সতী তবু ত তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি,
তোমাদেরই ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি;
আমাদেরই কোনো বন্ধু স্বজন আত্মীয় বাবা কাকা
উহাদের পিতা, উহাদের মুখে মোদেরই চিহ্ন আঁকা!
আমাদেরই মত খ্যাতি যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে!—
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হ'ল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়—
তাঁদেরি পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যাঁয়!
মুনি হ'ল শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার—মহাপ্রেমিক সে যীশু!—
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-কালিয়-দহে!
শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোন গ্লানি!
পাপ করিয়াছে বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ন দেবত্ব দেবতার!
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হ'তে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন গোঁড়া পাড়ে গালি?
তাহাদের আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি—
দেবতা গো জিজ্ঞাসি—
দেড়শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—
কয়জন পিতা-মাতা ইহাদের হ'য়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎ-সতী?
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুড়ে জন্মে মরে?

সেরেফ্ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা! তবুও গর্ব কত!
                                        শুন ধর্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!